নরসিংদীতে সাংবাদিক-চিকিৎসকসহ নতুন ১৬ জনের করোনা শনাক্ত

নরসিংদীতে সাংবাদিক ও চিকিৎসকসহ নতুন করে আরও ১৬ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। আজ দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নরসিংদী জেলা সিভিল সার্জন ডা. মোহাম্মদ ইব্রাহিম টিটন।

জেলা করোনা প্রতিরোধ জরুরী সেলের প্রধান ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) ইমরুল কায়েস জানান, রবিবার নরসিংদী থেকে করোনা উপসর্গ সন্দেহভাজন ২৮ জনের নমুনা সংগ্রহ করে আইইডিসিআরে পাঠানো হয়। সোমবার ফলাফলে ১৬ জনের করোনা পজেটিভ এসেছে। এরমধ্যে একজন চিকিৎসকসহ ৭জন সিভিল সার্জনের অফিসের, একজন সদর উপজেলা স্যানিটাইজার অফিসার, একজন সাংবাদিক ও একজন মনোহরদীরসহ মোট ১৬জন।

তিনি আরো জানান, আক্রান্তদের আইসোলেশনে নেয়া হবে। এনিয়ে নরসিংদী জেলায় মোট ২০ জন কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়েছেন।

এদিকে নরসিংদী শহরের বাসাইল এলাকার ১০০ শয্যা বিশিষ্ট জেলা হাসপাতালকে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা কেন্দ্র ঘোষণা করা হয়েছে। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

করোনা চিকিৎসায়

হাইড্রক্সিক্লোরোকুইনে সুফল পাচ্ছে আরব আমিরাত

বিশ্বব্যাপী এখন আতঙ্কের নাম করোনাভাইরাস। ভাইরাসটি ইতোমধ্যে বিশ্বের ২১০টি দেশ ও অঞ্চলে থাবা বসিয়েছে। এর বিষাক্ত ছোবলে প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা। এখন পর্যন্ত কোনও প্রতিষেধক আবিষ্কার না হওয়ায় গোটা বিশ্ব যেন অসহায় হয়ে পড়েছে এই করোনাভাইরাসের কাছে।

তবে করোনার চিকিৎস্যায় ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন ব্যবহার করে সুফল পাচ্ছেন বলে জানিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাতের চিকিৎসকরা। শনিবার একটি সংবাদ সম্মেলনে আরব আমিরাতের চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে এমনটি জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় আরব আমিরাতে ৩৭৬ জনের শরীরে করোনাভাইরাস পাওয়া গেছে। এছাড়া দেশটিতে এ পর্যন্ত প্রায় ৫৮৮ জন করোনা রোগী সুস্থ হয়েছেন বলেও ওই সংবাদ সম্মেলনে দাবি করা হয় ।
সংবাদ সম্মেলনে আরব আমিরাতের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ডা. ফরিদা আল হোসাইনি বলেন, দেশের অধিকাংশের মধ্যেই করোনার মৃদু সংক্রমণ পাওয়া গেছে। আর যাদের বেশি জ্বর এবং শ্বাস কষ্ট রয়েছে তাদেরকে বাধ্যতামূলক পরীক্ষা করানো হচ্ছে।

করোনাভাইরাস ঠেকাতে আরব আমিরাতের চিকিৎসার বিষয়ে ডা. ফরিদা আল হোসাইনি বলেন, আমরা হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন এবং বিভিন্ন অ্যান্টি ভাইরাল ওষুধ ব্যবহার করছি। এসব ওষুধ কার্যকর হওয়ায় এগুলো বেশি ব্যবহার করছি। এছাড়াও সংযুক্ত আরব আমিরাতে করোনা থেকে সুস্থ হয়ে যাওয়া রোগীদের রক্তের প্লাজমা দিয়েও চিকিৎসার পরিকল্পনা করা হচ্ছে বলে দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে। ইতোমধ্যে আরব আমিরাতে এই চিকিৎসা ব্যবস্থার পরীক্ষা চালানো হচ্ছে বলেও সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়েছে।

এ বিষয়ে ডা. ফরিদা আল হোসাইনি বলেন, যারা করোনা থেকে সুস্থ হয়ে গেছেন তাদের রক্ত সংগ্রহ করা হচ্ছে। ওই রক্তের প্লাজমা আক্রান্তের শরীরে দেওয়া হবে যাতে তারা দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠে।

ওয়ার্ল্ডওমিটারের তথ্যানুযায়ী, আরব আমিরাতে এ পর্যন্ত

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩ হাজার ৭৭৬ জন। মারা গেছেন ২০ জন। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

এক নজরে রাজধানীর কোথায়, কত করোনারোগী শনাক্ত

বিশ্বব্যাপী মহামারী রূপ নিয়েছে করোনাভাইরাস। ইতোমধ্যে ভাইরাসটি বিশ্বের ২১০টি দেশ ও অঞ্চলে থাবা বসিয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত ও মৃত্যু হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্টে।

বাংলাদেশেও এরই মধ্যে থাবা বসিয়েছে মারণ এই ভাইরাস। তবে বাংলাদেশে এর প্রভাব এখনও নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ মোট সংক্রমণ পাওয়া গেছে ৬২১টি। এর অধিকাংশই রাজধানী ঢাকায়।
এখন পর্যন্ত রাজধানীর ৭৫ পাওয়া গেছে এলাকায় করোনাভাইরাসের সংক্রমণ।

আইইডিসিআর’র তথ্যানুসারে, ২৪ ঘণ্টায় ১৩৯ জন করোনা আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে। এতে এখন পর্যন্ত করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬২১ এ। এ পর্যন্ত মারা গেছেন ৩৪ জন। আর সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৩৯ জন।

আইইডিসিআর’র তথ্যে দেখা যায়, ঢাকায় করোনা হটস্পট হচ্ছে মিরপুর। সেখানে ৫২ জন কভিড-১৯ আক্রান্ত হয়েছেন। মিরপুরের টোলারবাগ সর্বোচ্চ আক্রান্ত এলাকা, সেখানে ১৯ জন করোনা আক্রান্ত। তারপরেই রয়েছে মিরপুর-১১, সেখানে আক্রান্ত হয়েছেন ১০ জন।

মিরপুরে করোনা আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে এমন অন্যান্য এলাকা হচ্ছে— মিরপুর-১২ (৮ জন), মিরপুর-১ (৫ জন), মিরপুর-১০ (৫ জন), মিরপুর-৬ (২ জন), মিরপুর-১৩ (২ জন) এবং কাজীপাড়া (১ জন)।

মিরপুর ছাড়াও যেসব এলাকায় করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে: উত্তরা (১৭ জন), ওয়ারী (১৬ জন), ধানমণ্ডি (১৪ জন), লালবাগ (১৩ জন),

মোহাম্মদপুর (১২ জন), বাসাবো (১২ জন), যাত্রাবাড়ী (১১ জন ) এবং হাজারীবাগ (৮ জন)। রাজধানীর বনানী, বংশাল ও মহাখালীতে সাত জন করে কভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হয়েছে।

পরিস্থিতি সামাল দিতে, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) রাজধানীর ৫৪ এলাকা লকডাউন করেছে বলে জানা গেছে।

ঢাকার পর সবচেয়ে বেশি করোনা আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে নারায়ণগঞ্জে। আইইডিসিআরের তথ্যে সেখানে ১০৭ জন করোনা আক্রান্ত। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

আজ সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিবেন প্রধানমন্ত্রী

আজ সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিবেন প্রধানমন্ত্রী।

ধারণা করা হচ্ছে, করোনাভাইরাসের সংক্রমণে সরকারের নেওয়া পদক্ষেপ ও প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি তুলে ধরতে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ভাষণে তিনি দেশবাসীকে আশস্ত করার পাশাপাশি নাগরিক হিসেবে করণীয় সংক্রান্ত দিক নির্দেশনা দিবেন।

সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

লকডাউনে ঘরে খাবার নেই, ৫ সন্তানকে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিলেন

অসহায় মা!

করোনাভাইরাসের প্রভাব পড়েছে ভারতেও। ভাইরাসটি প্রতিরোধে দেশটিতে চলছে লকডাউন। এমন অবস্থায় দেশটিতে অনেকেই পড়েছেন চরম খাদ্য সংকটে। খাবার জুটাতে না পেরে এক নারী তার ৫ সন্তানকে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়েছেন বলে গণমাধ্যমে খবর এসেছে।

জানা গেছে, সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরোয় অবস্থা ওই নারীর। তার মধ্যে গত কয়েকদিন ধরে চলা লকডাউনের ফলে আয়ের পথ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে। ঘরে যেটুকু খাবার সঞ্চিত ছিল এই ক’দিনে তাও ফুরিয়ে যায়। খাবারের জোগাড় করতে না পেরে ৫ সন্তানকে গঙ্গায় ফেলে দিলেন অসহায় এক মা।

রবিবার এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের ভাদোহি জেলায়। এদিকে, পুলিশের কাছে খবর যাওয়ার মুহূর্তের মধ্যে প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে আসেন। শিশুদের খোঁজে গঙ্গায় শুরু হয়েছে তল্লাশি। অভিযুক্ত নারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তিনি মানসিকভাবে অসুস্থ বলে জানিয়েছে পুলিশ।

যদিও সূত্র জানাচ্ছে, অভিযুক্ত নারী একজন দিন আনা দিন খাওয়া মজুর। ক্ষুধার্ত সন্তানদের কষ্ট সহ্য করতে না পেরেই তিনি তাদের গঙ্গায় ফেলে দেন বলে স্থানীয়দের জানিয়েছিলেন।

সূত্র: এই সময়

পটিয়ায় করোনায় ৬ বছরের শিশুর মৃত্যু

চট্টগ্রামের পটিয়ায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ৬ বছরের শিশু গতকাল রোববার রাতে মারা গেছে। আন্দরকিল্লার জেনারেল হাসপাতালে আনার পরপরই প্রতিবন্ধী ছেলেশিশুটি মারা যায়।

গতকাল রাত আটটার দিকে শিশুটির নমুনা পরীক্ষার ফলাফলে করোনা

পজিটিভ আসে। তখনো শিশুটি পটিয়া উপজেলার বাড়িতে ছিল। পরে রাতে জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক অসীম কুমার নাথ বলেন, দিবাগত রাত ২টা ১০ মিনিটে শিশুটিকে ভর্তি করা হয়। ২০ মিনিট পর মারা যায়। তার জ্বর ও শ্বাসকষ্ট ছিল। চিকিৎসা শুরু হতে হতেই মারা যায়।

কীভাবে শিশুটি আক্রান্ত হয়েছে, তা তিনি জানাতে পারেননি। এ নিয়ে চট্টগ্রামে করোনায় দুজনের মৃত্যু হলো। মোট আক্রান্ত ১৪ জন। ১২ জন চিকিৎসাধীন।

সূত্র-প্রথম আলো

‘করোনায় সাড়ে ৫ হাজার মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী’

বিশ্বজুড়ে মহামারী রূপে ছড়িয়ে পড়া নভেল করোনাভাইরাস সংক্রমণে যুক্তরাজ্যে মৃতের সংখ্যা ১০ হাজার ছাড়াচ্ছে আজই। ওয়ার্ল্ডোমিটারের তথ্যানুযায়ী, এখন পর্যন্ত যুক্তরাজ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৭৮ হাজার ৯৯১ জন। মারা গেছেন ৯ হাজার ৮৭৫ জন। কিন্তু এ পর্যন্ত সুস্থ হয়ে ফিরেছেন মাত্র ৩৪৪ জন। তবে আক্রান্তদের সুস্থ করে তুলতে কোনো ত্রুটি করছেন না সে দেশের চিকিৎসকরা। রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছেন তারা।

যুক্তরাজ্যে করোনা রোগীর সংখ্যার বিস্ফোরণ ও স্বাস্থ্যসেবার এমন দুরবস্থায় প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন এবং তার দল কনজারভেটিভ পার্টিকে দায়ী করেছেন অ্যান্ড্রু মেয়ারসন নামে যুক্তরাজ্যের এক নবীন চিকিৎসক। ওরচেস্টারশায়ার রয়্যাল হাসপাতালে করোনা রোগীর সেবায় নিয়োজিত তিনি। বরিস জনসনকে উদ্দেশ্য করে বলা অ্যান্ড্রু মেয়ারসনের সেই বক্তব্য গত শুক্রবার আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান প্রকাশ করেছে।

পাঠকদের উদ্দেশে তার সেই বক্তব্য তুলে ধরা হলো :
‘প্রিয় বরিস জনসন,
রাজনীতিতে আজকাল যা চলছে, চিকিৎসায় ঠিক তার বিপরীত ঘটছে। এমন এক পরিস্থিতিতে পড়েছি, যাকে ‘দৃষ্টান্তহীন ঘটনা’ বলা যায়। এমন পরিস্থিতি তখনই তৈরি হয়, যখন নানা প্রটোকলের কারণে রোগীকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়। দৃষ্টান্তহীন এসব ঘটনা এতটাই ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনে যে, রোগীর সেবায় জড়িত বেশিরভাগ চিকিৎসক তাদের বাকি কর্মজীবনে এর ভার বহন করবেন। অনেক নবীন চিকিৎসক দুর্ঘটনা ও জরুরি বিভাগে কর্মিস্বল্পতা নিয়েও টানা কাজ করছেন। আমি দেখেছি অত্যধিক চাপে থাকাবস্থার ফল কী হয়। আমার বিশ্বাস, এটিকেও ‘দৃষ্টান্তহীন ঘটনা’ হিসেবে লেখা উচিত। ২০১৬ সাল থেকে এক ইংল্যান্ডেই অন্তত ৫ হাজার ৫০০ রোগী হাসপাতালে ভর্তি হতে দীর্ঘসময় অপেক্ষা করার ফলে মারা গেছেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ১৯৭০ সাল থেকে যুক্তরাজ্যে সন্ত্রাসী হামলায় নিহত ব্যক্তিদের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ। আমাদের তো ক্ষোভপ্রকাশ করাই উচিত!’

অ্যান্ড্রু মেয়ারসন এরপর লেখেন– ‘প্রধানমন্ত্রী, আপনি কি দয়া করে একমুহূর্তের জন্য নিজেকে একজন ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস (এনএইচএস) প্যারামেডিক, চিকিৎসক বা নার্স হিসেবে কল্পনা করতে পারেন? আমরা করিডোরে ট্রলিতে রোগীদের মারা যেতে দেখছি। দয়া করে মাত্র একমুহূর্তের জন্য এনএইচএসে অপর্যাপ্ত বরাদ্দের মানবিক পরিণতি সম্পর্কে ভাবুন। এনএইচএস মারাত্মকভাবে তহবিল ও কর্মিস্বল্পতায় ভুগছে। এর জন্য আপনি ও আপনার সরকার দায়ী। প্রধানমন্ত্রী আপনার অবহেলায় মানুষের মৃত্যু ঘটছে।’

যুক্তরাজ্যের বর্তমান স্বাস্থ্যসেবা খাত নিয়ে অ্যান্ড্রু বলেন, ‘আপনি ও আপনার দল স্বাস্থ্যসেবা খাতে কতটা ব্যর্থ হয়েছেন, যা আমরা এনএইচএস হাসপাতালে প্রতিদিনই দেখছি। ইংল্যান্ডে ৪০ হাজার নার্স ও ১০ হাজার চিকিৎসক কম রয়েছে। এঅ্যান্ডইতে অপেক্ষা করার হার এনএইচএসের ইতিহাসে সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় আছে। ক্যান্সারের রোগীদের আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি অপেক্ষা করতে হচ্ছে। সামাজিক সেবা সেভাবে হচ্ছে না। মানসিক সেবা তো পাওয়াই যায় না। প্রধানমন্ত্রী, এনএইচএস আপনার হাতে নিরাপদ নয়। আপনার এবং আপনার দলের গত এক দশকের অবহেলা প্রায় ৫ হাজার ৫০০ রোগীর মৃত্যুতে অবদান রেখেছে। আপনি যদি আমার মতো নবীন চিকিৎসক হতেন, তবে আপনার লাইসেন্সটি এখন বাতিল করে দেয়া হতো এবং আপনাকে কারাগারে পাঠানো হতো। এনএইচএস হাসপাতালে আমাদের কী প্রয়োজন তা নিয়ে আপনি আর

বক্তৃতা দেয়ার উপযুক্ত নন।’

এর পর অ্যান্ড্রু বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী, আপনি যদি এই সমস্যার উন্নয়ন চান, তবে লুকিয়ে লুকিয়ে ছবি তুলতে আমাদের হাসপাতালে আসা বন্ধ করুন। এর পরিবর্তে আমাদের বিশেষজ্ঞদের কথা শুনুন। প্রশ্নের জবাব দিন।

‘ সূত্র : দ্য গার্ডিয়ান।

মুজিবনগরে সরকারী ত্রাণের সাথে পাউডার দিলেন মুরাদ

মুজিবনগরে করোনা ভাইরাসের প্রকোটে অসহায় হয়ে পরা দিনমুজুরদের মাঝে ৩য় ধাপে ত্রাণ বিতরনের মধ্যে পাউডার দিয়ে সহোযোগীতা করেছেন টিউলিপ বাংলাদেশ কোম্পানির ব্যাবস্থাপনা পরিচালক মুরাদ আলী।

শনিবার দুপুরে তিনি মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনীর হাতে ৭২০ প্যাকেট নিজের কোম্পানির তৈরিকৃত টিউলিপ পাওয়ার ওয়াশ ডিটারজেন্ট পাউডার তুলে দেন।

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গায় বক্স সেপ বাজার ম্যানেজমেন্ট চালু

বক্স সেপ বাজার ম্যানেজমেন্ট করোনার সংক্রমণ রোধে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার লক্ষ্যে গতকাল শনিবার সকাল ৮টায় দামুড়হুদা

উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা বাজারে “বক্স সেপ বাজার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম” কার্পাসডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ফুটবল মাঠে চালু করা হয়।

একটি বক্স থেকে অন্য বক্সের দূরত্ব ১০ ফুট এবং এই লাইন থেকে অন্য লাইনের দূরত্ব ২০ ফুট। প্রতিটি বক্সে একটি দোকান বসবে। একটি দোকানে একজন ক্রেতা পণ্য ক্রয় শেষ হলে অন্যজন ক্রয় করবে। চুন দিয়ে বক্সগুলো তৈরি করা হয়।

এটি বাস্তবায়নে দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসন ও কার্পাসডাঙ্গা বাজার দোকান মালিক সমিতির সার্বিক সহযোগিতায় এ কাজগুলো সম্পন্ন করেছেন।

এ জন্য দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসন ও কার্পাসডাঙ্গা বাজার দোকান মালিক সমিতির সকল সদস্যেদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন এলাকার সচেতন মহল। পরর্বতী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা বাজার এখন থেকে এই ব্যবস্থাপনায় চলে আসবে।

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গায় ওয়েভ ফাউন্ডেশনের ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ

মানুষ মানুষের জন্যে, জীবন জীবনে জন্যে, একটু সহানুভুতি কি পেতে পারি, বিশ্ব যখন করোনাভাইরাসে আতঙ্ক, এবং আতঙ্কে বসবাস করছে ঘরমুখী পরিবার।

অসহায়ত্ব মানুষের মাঝে দাঁড়িয়েছেন বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ওয়েভ ফাউন্ডেশন। ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উদ্দ্যেগে করোনায় ঘরমুখী পরিবারের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন।

গতকাল শনিবার বিকাল ৪ টায় দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গা ভূমি অফিস প্রাঙ্গনে এ ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন।

ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলার নির্বাহী অফিসার এসএম মুনিম লিঙ্কন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্হিত ছিলেন মো. মহিউদ্দীন এসময় উপস্থিত ছিলেন ওয়েভ ফাউন্ডেশনের রিজিওনাল অফিসার জিল্লুর রহমান যুদ্ধ, প্রকল্প সমন্বয়কারী-কিতাব উদ্দিন, সমন্বয়কারী আওয়াল হোসেন প্রমুখ।